দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 JAN 2013

জবিতে ক্লাস রুমের চরম সঙ্কট

এম এ মালেক : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস রুমের চরম সংকট। পর্যাপ্ত সংখ্যক বেঞ্চ না থাকায় গাদাগাদি করে ক্লাস করতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২২ হাজার শিক্ষার্থী। এনিয়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময় আন্দোলন সংগ্রাম করে আসছে। শিক্ষকরাও বিভিন্ন অল্প সময় ক্লাস ও নাম পেজেন্ট করে ছেড়ে দিচ্ছে শিক্ষার্থীদের। ফলে শিক্ষার্থীরাও যথাযথভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পক্ষ থেকে কার্যকরী পদক্ষেপ নেই অভিযোগ শিক্ষার্থীদের। সরে জমিন ঘুরে দেখা গেছে, কলা অনুষদের শিক্ষার্থীদের ক্লাস রুম ও পরীক্ষার হল রুমের সবচেয়ে বেশি সংকট রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনটি মূলত ৫ তলা এখানে দর্শন, ইংরেজি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ রয়েছে। ভবনটির ২য় তলা ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিক বিভাগ। সবচেয়ে বেশি ক্লাস রুমের সংকট ইসলামের ইতিহাসও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা ক্লাস রুমে দাঁড়িয়ে অথবা দেওয়ালে হেলান দিয়ে কিংবা চারজনের বেঞ্চে ৬ জন বসে ক্লাস করতে দেখা যায়। এতে শিক্ষার্থীরাও পারে না ক্লাস শিক্ষকের কথাগুলো সঠিকভাবে নোট করতে। অন্যদিকে আবার ক্লাস শিক্ষকও স্বাচ্ছন্দ্যভাবে ক্লাস নিতে পারছে না। এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছে বিভাগের শিক্ষার্থীরা। জানা যায়, বিভাগের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১ হাজার ২ শত। সেমিস্টার পদ্ধতিতে চালু থাকায় একই সঙ্গে ক্লাস ও পরীক্ষা অসলে যেন মহাবিপদ চেপে বসে বিভাগীয় প্রধানের উপর। বিভাগের জন্য ক্লাস রুম রয়েছে মাত্র ৩টি। একটি মধ্যে সকল শিক্ষার্থীরা এক সঙ্গে বসে ক্লাস করতে পারে না। যে কটি ক্লাস রুম রয়েছে তাতেও আবার বেঞ্চ সংখ্যা পর্যাপ্ত নেই থাকলেও তাতে বসার উপযোগী নয়। ফ্যান নেই থাকলে চলে না এবং গত বছর ঝুলে থাকা একটি ফ্যান পড়ে এক ছাত্রী আহত হন। পরীক্ষার জন্য আলাদা কোন কক্ষ না থাকায় ১০০৭ নম্বর কক্ষটি ব্যবহার করে তবে শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য। যদি কোন সেমিস্টারের পরীক্ষা থাকে তাহলে কোন উপায় নেই। ফলে বাধ্য হয়ে বন্ধ করতে ক্লাস। এটা স্বাভাবিক ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি রুম এ বিভাগকে দিতে বললেও নানান কারণে তা হয়নি। এছাড়া এই বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য গত বছর একটি অত্যাধুনিক একটি সেমিনার উদ্বোধন করা হয়। অনেক সময় সেমিনারে ক্লাস নেন শিক্ষকরা। একইভাবে ২৮টি বিভাগের মধ্যে ক্লাস রুমের চরম সংকট দেখা যায়। অনেকে মনে করেন সেশনজট অন্যতম কারণ হল পর্যাপ্ত রুম না থাকা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রী জানান, এমন একটি বিভাগের পড়ি যেখানে ক্লাসে বসেও নিরাপদ মনে হয় না কারণ কোন সময় ফ্যান পড়ে মাথার উপর। ক্লাস রুমের সংকটের কারনে বিভাগীয় শিক্ষকরা হাজার চেষ্টা করেও সেশনজট কমাতে পারছে না। এ বিষয়ে ইসলামের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আতিয়ার রহমান বলেন, আমি আসার পর অনেক চেষ্টা করছি সমাধান করার জন্য পূর্বের তুলনায় এখন কিছুটা ভাল। এরপরেও আমরা বিষয়টি প্রশাসনকে বিষয়টি জানিয়েছি। আশা করছি অতিদ্রুত সমাধান হবে। ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২৮টি বিভাগে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা হয়। প্রতি সেমিস্টারের জন্য ৬ মাসের সময়সীমা নির্ধারণ করে প্রতিবছরে ২টি সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু ক্লাস রুমের কারণে এক সেমিস্টার শেষ করতে সময় লাগে ১১ মাস। ২য় ব্যাচের শিক্ষার্থী মিজানুর রহমান বলেন, শুধু সঠিক সময়ে ক্লাস ও পরীক্ষা না দিতে পেরে গত বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। এছাড়া তারা বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলেও সে অভিযোগ করে। এভাবে অধিকাংশ শিক্ষার্থী একই ধরনের অভিযোগ করেন। এবিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ জানান, অনেক বিভাগের ক্লাস রুমের সংকট সমাধান করা হয়েছে আর যেসব বিভাগের সমস্যা রয়েছে অতিদ্রুত সমাধান করা হবে।

অল্প সময় ক্লাস ও নাম পেজেন্ট করে ছেড়ে দিচ্ছে শিক্ষার্থীদের